বিশ্বজিৎ
কল্যানী ঘোষ
ভানু · জহর
নীতিশ · নৃপতি
শীতল · অজিত
শিপ্রা · কবিতা
অনুরাধা
অভিনীত

ইন্দ্রানী
প্রোডাকসন্স-এর
নিবেদন

হাসি শুধু হাসি নয়

পরিচালনা
নবগোষ্ঠী

শ্রীগোপেন চক্রবর্ত্তী নিবেদিত ও শ্রীজপনাথ চক্রবর্ত্তী প্রযোজিত
নবগোষ্ঠির তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রানী প্রোডাক্সন্সের প্রথম নিবেদন

"হাসি শুধু হাসি নয়"

পরিচালনা ও প্রধান চিত্রগ্রহণ : **সন্তোষ গুহ রায়** ॥
সঙ্গীত : **শ্যামল মিত্র** ॥
কাহিনী : **ইন্দ্রানী প্রোডাকসন্স গ্রুপ** ॥

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায়। গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান সম্পাদনা : সুবোধ রায়। সম্পাদনা : অনিল সরকার। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশনা : গৌর পোদ্দার। শব্দগ্রহণ : জে. ডি. ইরাণী, শিশির চট্টোপাধ্যায়, অতুল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন পাল ও ভয়েস্ অব ইণ্ডিয়া (বহিঃদৃশ্য)। পটশিল্পী : কবি দাসগুপ্ত। রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ও কার্ত্তিক সাহা। আলোক সম্পাতে : শান্তি সরকার, হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, বিনয় ঘোষ, অনিল সরকার ও মংগ্লু। ব্যবস্থাপনা : অজিত রায় চৌধুরী ও ঝণ্টু মালাকার। আবহ সংগীত : সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা। পরিচয় লিখন : সত্যেন বোস। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও ফ্লিক্। প্রচার : রবি বসু। চিত্র পরিস্ফুটন : বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফ্লিম্ সার্ভিসেস্ ল্যাবোরেটরী। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী এবং নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত কুমার, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা চক্রবর্ত্তী।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : সুশীল বিশ্বাস, প্রণব্ বসু. অশোক রায় চৌধুরী ও হিমাংশু পাল। চিত্রগ্রহণ : বীরেন মুখোপাধ্যায় ও দুলাল দাস। শিল্পনির্দ্দেশনা : সত্যেন বসু। সম্পাদনা : নিমাই রায়। শব্দ গ্রহণ : সিদ্ধি নাগ ও রথীন ঘোষ। রূপসজ্জা : সরোজ মুন্সী, ভীম নস্কর, পরেশ দাস ও বিজয় নন্দন। ব্যবস্থাপনা : সুবল রায় গোপাল, শশী ও বলাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, আশীষ রায়, নেপাল, শঙ্কর ও কুমারস্ স্যানাটোরিয়ম।

একমাত্র পরিবেশক : **ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড**

কাহিনী

হরিধন এসেছিল গ্রাম থেকে কলকাতাতে একটা কিছু করবে বলে। গ্রামে নিশ্চয়ই হরিধনকে সবাই বলেছিল ওর কিছু হবে না।

হরিধন এসে পড়লো একদল বেকারদের মধ্যে। দলের নেতা নৃপতি, দলের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে আছেন অজিত, পারিজাত ও আরও অনেকে।

সম্প্রতি এই বেকারের দল একটী নতুন প্রতিষ্ঠান খুলেছে। মানুষ হিসাবে ওরা সৎ, ওরা ভাল, ওরা পরোপকারী। কিন্তু মিঃ চৌধুরী নামক তথাকথিত ধনী ব্যবসায়ীকে ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে সব রকম জুয়াচুরীর কাজে ওরা সিদ্ধহস্ত। ওদের নিয়ে চৌধুরী এক নবপ্রতিষ্ঠান খুলেছেন, তার জন্য তারা মাসিক বেতন পায়, কিন্তু মাসের পর মাস পার হ'য়ে গেল কোথাও এতটুকু অন্যায় করে ওরা একটী পয়সাও উপায় কোরতে পারলো না। মিঃ চৌধুরী ওদের ওপর বিরক্ত হ'য়েছেন। এবারে বোধহয় চাকরী যাবে।

এমন সময় ওদের হরিধনের সঙ্গে দেখা। চৌধুরীর কথা অনুযায়ী ওরা ঠিক করেছিল সহরের একদা বিখ্যাত গায়িকা রাণীমার ঘরে ওরা সিঁদ কাটবে। পারেনি—কারণ ওরা—অন্যায় করতে অক্ষম। ওরা হরিধনকে নিযুক্ত করল।

হরিধন তখন সবদিক থেকেই বিপর্য্যস্ত। হরিধন গেল রাণীমার বাড়ী—কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল রাণীমার বাড়ী ছেড়ে—নৃপতির দল ছেড়ে।

কিন্তু হরিধন ধরা পড়ল। সেখানে বিস্ময়কর কারণ হোল—হরিধনের চেহারার সঙ্গে রাণীমার সন্তান বুদ্ধিমান সামন্তের একটা আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। বুদ্ধিমান পাঁচ বছর আগে পালিয়েছে। হরিধনকে রাণীমা তাঁর হারানো সন্তান বলে ঘোষণা ক'রলেন। হরিধন প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখে—তাঁর বাড়ীর বাইরে নৃপতির দল। আবার ওদের সঙ্গে মিশে জুয়াচুরী করতে হবে—তাই হরিধন রাণীমার ভুল সংশোধন করল না। এখন থেকে সে বুদ্ধিমান সামন্ত। মিঃ চৌধুরী ব্যাপারটা ধরতে পেরেও হরিধনকে বুদ্ধিমান সামন্ত বলে গ্রহণ করলেন। নিজে এসে পরিচয় করলেন। এমন কি নিজের মেয়ে রীতার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু রীতা ভালবাসে সুজিতকে। সুজিতও বেকার। চাকরীর চেষ্টায় হরিধনের কাছে সুজিত যায়। এর মধ্যে হরিধন ধরতে পেরেছে চৌধুরী কি প্রকৃতির লোক। হরিধন সুজিতকে গ্রহণ করলো এক সর্ত্তে। যেখানে যত ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান আছে হরিধন সর্ব্বত্র রাণীমার টাকা দান করবে, সুজিত হবে সহায়ক। রীতাও সঙ্গে থাকবে। রীতাকে দেখে তার ভাল লাগলেও—সুজিত ও রীতার ভালবাসাকে সে মন থেকে মেনে নিয়েছে।

মিঃ চৌধুরী জানতে পারলেন—মেডিকেল কলেজ থেকে বহু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে হরিধন সব টাকা দান করেছে।

মিঃ চৌধুরী ভয় দেখালেন হরিধনের প্রকৃত পরিচয় পুলিশকে জানাবেন বলে। উত্তরে হরিধন জানাল—তাতে লাভ হবে না। কারণ হরিধন ঠিক করেছে—রাণীমার বাড়ীটা রীতা ও সুজিতকে দেবে তাদের বিয়ের পর।

সব কথা নৃপতির দল শুনল। ওরা তখন অপেক্ষা করতে লাগল রীতা আর সুজিতের বিয়ের রাতটার জন্যে। বিয়ে হ'য়ে যেতেই নৃপতি পুলিশকে সব কথা জানিয়েছিল। সবাই ধরা পড়ল।

এর পর থেকে কি হবে তা পর্দায় জানবেন।

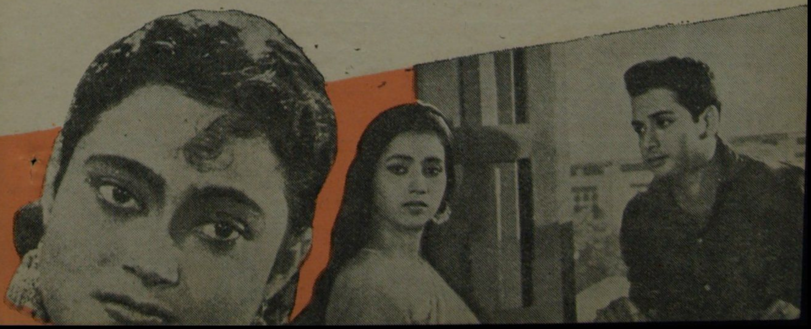

গান

গান ১

দেখে যারে ভেল্কিবাজী ছুমন্তরের কারসাজী,
এ খেলা যে দেখতে লাগে শুধু এক আনা,
এই বাক্সটাতে দু'চোখ রেখে তামাসাটা যারে দেখে
এ মজা যে দেখতে ও' ভাই নাইরে মানা।
দিল্লী দিল্লী দেখে যা দিল্লীর জেল্লা,
যন্তর মন্তর কুতব মিনার লাল-কেল্লা,
নেতাজী বলেছিলেন চলো সব দিল্লী চলো
নেতাজীর সেই বাণীতে ভরিয়ে নে ভাই বুকখানা।
দেখে যারে ভেল্কিবাজী ছুমন্তরের কারসাজী,
এ খেলা যে দেখতে লাগে শুধু এক আনা॥
শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী ভাই দেখে যা,
পূর্ণ মাটিতে প্রাণের প্রণাম তুই রেখে যা,
কোথা বিবেকানন্দ কন্যা কুমারিকা, চেয়েছিলেন—
সাধনার ফল সেতো তোদের নেইরে জানা,
দেখে যারে ভেল্কিবাজী ছুমন্তরের কারসাজী,
এ খেলা যে দেখতে লাগে শুধু এক আনা॥
শ্রীজগন্নাথের পুরীধাম তীর্থের তীর্থ,
দর্শন ক'রে তারে ভরে নেরে আজ তোর চিত্ত,
নীলাচলের পথে যেতে হেথায় এসে—
শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন ভালবেসে,
হায়রে মানুষ তার ঠিকানা—
দেখে যারে ভেল্কিবাজী ছুমন্তরের কারসাজী,
এ খেলা যে দেখতে লাগে শুধু এক আনা।
দেখে এবার কলকাতা—

গান ২

জানি না কী লগ্ন ছিল,
প্রথম গোলাপ ফুটল যবে
জানি না কী লগ্ন ছিল,
আমার ফাগুন তাঁর ধেয়ানে মগ্ন ছিল,
জানি না কী লগ্ন ছিল।
বাজল কিনা বাজল বাঁশী সেই ক্ষণে
গাইল কিনা বনের পাখী সেই মনে,
আমার চোখে তারই মধুর স্বপ্ন ছিল,
জানি না কী লগ্ন ছিল।
সেই সুন্দরেরই অর্ঘ সাজায় বসুন্ধরা
ফুলগুলি মোর তারই মালায় স্বয়ম্বরা,
তার একটু ছোঁয়ায় আবেশ প্রাণে যেই লাগে,
বসন্ত দিন হয় যে রঙিন সেই রাগে,
আমি কুড়িয়ে পেলাম ঝুলাতে যে রত্ন ছিল
জানি না কী লগ্ন ছিল॥
প্রথম গোলাপ ফুটল যবে
জানি না কী লগ্ন ছিল,
আমার ফাগুন তাঁর ধেয়ানে মগ্ন ছিল,
জানি না কী লগ্ন ছিল॥

গান ৩

আর তো লাগে না মন
মায়ায় ভরা এ সংসারে।
তাই হাসি মুখে এলাম শ্যামা
তোর চরণে শরণ নিতে বৈতরণী পাড়ে॥
আর তো লাগে না মন
মায়ায় ভরা এ সংসারে॥
আমার নাই মা পারাণীর কড়ি,
পার করে দে পায়ে ধরি,
বল তুই বিনা কে আছে শ্যামা
সমুখের ঐ অন্ধকারে॥
আর তো লাগে না মন
মায়ায় ভরা এ সংসারে।

গান ৪

মন যদি মনকে চায় দাওনা মন বলনা লজ্জা কী,
রামধনুর স্বপ্নে আজ যাই দু'জন, চল না লজ্জা কী।
পায়ে পায়ে যত বাঁধা দলনা, চল না লজ্জা কী।
সুরে সুরে বনে বনে যত পাখী ডেকে ডেকে
বলছে শোন কী,
মনে মনে রূপ কথার জাল বোন কী॥
কল্পনার নানা জল্পনার এই লগনে, চল না লজ্জা কী,
মন যদি মনকে চায় দাওনা মন, বল না লজ্জা কী॥
রামধনুর স্বপ্নে আজ যাই দু'জন, চল না লজ্জা কী।
মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে ভাঙ্গা মেঘে
দেখ আহা চাইছে বাঁকা চাঁদ
এমনি রাতে কথা দেওয়া নয়নে অপরাধ।
সব চাওয়ার সব পাওয়ার এই তো ক্ষণ
চল না লজ্জা কী।
মন যদি মনকে চায় দাওনা মন, বল না লজ্জা কী।
রাম ধনুর স্বপ্নে আজ যাই দু'জন, চল না লজ্জা কী।
পায়ে পায়ে যত বাঁধা দলনা, চল না লজ্জা কী॥

গান ৫

বন্ধু আমার মন দুঃখ কারে বা জানাই,
এ মিথ্যে ভরা কলিযুগে সত্য যে আজ নাই,
এ জগতে কোথা নেব ঠাঁই॥
বন্ধু আমার মন দুঃখ কারেই বা জানাই।
আসল মেকির এই যে ধাঁধাঁ কে করে বিচার,
অন্ধ চোখের নাই যে আলো অকুল আধার,
কেন বিধি এমন হোল ভাবি শুধু তাই,
এ জগতে কোথা নেব ঠাঁই।
(আজ) পাপেরই কলঙ্কে ভরা মানুষেরই প্রাণ,
তারই বুকে বসে যে ঐ কাঁদেন ভগবান।
শান্তি পাব কোথায় গেলে পরাণ শুধায়,
সেই ঠিকানা কেউ তো তবু বলে না আমায়।
জনম ভরে দিবানিশি যাতনা যে পাই
এ জগতে কোথা নেব ঠাঁই॥
বন্ধু আমার মন দুঃখ কারে বা জানাই॥

রূপায়ণে

বিশ্বজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ

পদ্মা দেবী ॥ শিপ্রা মিত্র ॥ কবিতা রায় ॥ জয়শ্রী সেন ॥ গৌরী মজুমদার
রাজলক্ষ্মী (বড়) ॥ অনুরাধা গুহ ॥ কল্যাণী অধিকারী ॥ রুবি গুহ
জহর রায় ॥ নীতীশ মুখোপাধ্যায় ॥ তুলসী চক্রবর্ত্তী ॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ॥ বীরেন চট্টোপাধ্যায় ॥ অজিত চট্টোপাধ্যায় ॥ বিষ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাপদ বসু ॥ শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অরুণ চৌধুরী ॥ মানু চক্রবর্ত্তী ॥ মণি শ্রীমাণি পারিজাত ॥ তারাপদ ॥ শ্যামলাহা ॥ সমর ॥ পার্থ ॥ মিণ্টু ॥ যোগেশ ॥ খগেন পাঠক ॥ বব্দাস ॥ অরিন্দম ॥ শক্তি সোম ॥ মৃত্যুঞ্জয় ॥ খেতুবাবু ॥ নরেন ॥ মির্জা সাধন ॥ শৈলেন চন্দ ॥ ভানু চট্টোপাধ্যায় ॥ জহর চক্রবর্ত্তী ॥ শান্তি মৈত্র ॥ সুবোধ দে
গিরীণ চট্টোপাধ্যায় ॥ এ, টি, সিনহা ও আরো অনেকে

অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও ছায়ালোক
প্রাইভেট লিমিটেড ২ চৌরিঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্যামল মিত্র
প্রযোজিত
রূপছায়ার
নিবেদন

উত্তম · তনুজা
অভিনীত

দেয়া নেয়া

অন্যান্য চরিত্রে
পাহাড়ী
কমল
তরুণ কুমার
সুমিতা
লিলি
ছায়াদেবী

কাহিনী
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
পরিচালনা
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত
শ্যামল মিত্র

সৌমিত্র · সুপ্রিয়া অভিনীত
সমরেশ বসুর

অয়নান্ত

প্রযোজনা ও পরিচালনা
সন্ধানী
সঙ্গীত · **সলিল চৌধুরী**
অন্যান্য চরিত্রে:- **শম্পা · বিশ্বনাথন**
নবাগতা · **অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়**